প্রথম আলো

তারিখ ... 03 AUG 2008

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

ভর্তিযুদ্ধ নেই মডেল মহাবিদ্যালয়ে

মিজাত হোসেন

আমাদের কলেজটা নতুন। শিক্ষার্থী আর অভিভাবকেরা এটার সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে তেমন জানে না। তাই তারা মিরপুরের অন্যান্য কলেজে ভর্তির জন্য ভিড় করছে। অথচ আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো এত সুযোগ-সুবিধা অন্য কোথাও নেই।' বলছিলেন রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ইসমাত আরা বেগম। রাজধানীর শীর্ষস্থানীয় ও খ্যাতনামা কলেজগুলোয় ভর্তিযুদ্ধ চললেও পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী পাচ্ছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত পাঁচটি মডেল মহাবিদ্যালয়। সুরম্য অট্টালিকা, সুপরিসর লিফট, খেলার মাঠ, সুদৃশ্য উদ্যান, বিজ্ঞানাগার, পাঠাগার, কম্পিউটার ল্যাব, শরীরচর্চাকেন্দ্র, কমন রুম, মিলনায়তন, বিতর্ক ক্লাব, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব—সবই আছে মডেল মহাবিদ্যালয়গুলোতে। অভাব কেবল পর্যাপ্ত শিক্ষার্থীর।

রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে দ্বাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০। লালবাগ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে দ্বাদশ শ্রেণীর বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১১। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে আছে তিনজন, মানবিক বিভাগে দুজন আর ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ছয়জন। শ্যামপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে দ্বাদশ শ্রেণীতে মোট শিক্ষার্থী ১০৪ জন। এর মধ্যে মানবিক বিভাগে আছে ১৬ জন, বিজ্ঞান বিভাগে ১৫ জন আর ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ৭৩ জন। মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে দ্বাদশ শ্রেণীতে বর্তমান শিক্ষার্থী ৬৮ জন। বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৯০। এর মধ্যে মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী মাত্র দুজন!

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ঢাকার মডেল স্কুল ও কলেজে এবারও একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা সন্তোষজনক নয়। শিক্ষার্থীর জন্য হাহাকার করছে রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, শ্যামপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং লালবাগ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। শ্যামপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে এবার ৫০০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মো. সফিকুল ইসলাম ভূঁঞা বলেন, 'এবার পাসের হার যেমন তাতে অনেক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হবে বলে আশা করেছিলাম। কিন্তু আমরা সেভাবে পাচ্ছি না।' লালবাগ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২৮ জুলাই পর্যন্ত ২৩২ জন ভর্তি ফরম কিনেছে। এর মধ্যে ভর্তি হয়েছে ৫১ জন। এখানকার অধ্যক্ষ আকুল হোসেন বলেন, 'ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকদের আগ্রহী করার জন্য এলাকাভিত্তিক মুক্ত আলোচনা করেছি, লিফলেট বিতরণ করেছি। বিভিন্ন জায়গায় ব্যানার ও পোস্টার দেওয়া হয়েছে। আশপাশের বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের কাছেও জানিয়েছি। একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী পাওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে বাংলা ও ইংরেজি দুই মাধ্যমেই পড়াশোনার ব্যবস্থা আছে। দুই মাধ্যমের প্রতিটি বিভাগে আসনসংখ্যা ৩০। এখানে মানবিক বিভাগে শুধু বাংলা মাধ্যমে পড়ানো হয়। সে ক্ষেত্রে মানবিক বিভাগে এবার শিক্ষার্থী নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ৩০ জন। বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হলেও ২৬ জুলাই পর্যন্ত কলা বিভাগে ভর্তি হয়েছে মাত্র পাঁচজন। কলা বিভাগে শিক্ষার্থীস্বল্পতা সম্পর্কে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) মো. মনজুরুল হাসান বলেন, 'শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা মনে করে আর্টসে পড়াশোনা করলে তেমন চাকরি পাওয়া যায় না। এটা একটা ভুল ধারণা। কারণ এনজিওগুলোতে সমাজকল্যাণ, সমাজবিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষিত জনবল দরকার হয়। তাই আর্টস বিভাগে পড়েও ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ আছে।'

মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত আসনসংখ্যা দেখেও মানবিক বিভাগে শিক্ষার্থীদের অনাগ্রহের বিষয়টি ধরা পড়ল। এখানে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ২৪০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হলেও কলা বিভাগে ভর্তি করা হবে ১২০ জন। তবে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হচ্ছে বলে জানালেন এখানকার অধ্যক্ষ মেজর মো. মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি জানান, মডেল স্কুল ও কলেজগুলোকে জনপ্রিয় করার জন্য প্রচার-প্রচারণা দরকার। কেননা এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সুযোগ-সুবিধার কথা অনেকেই জানে না।

পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় মডেল স্কুল ও কলেজগুলো নিজস্ব উদ্যোগে প্রচার-প্রচারণা তেমন একটা চালাতে পারছে না বলে জানা গেল। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকেও তারা তেমন একটা সহযোগিতা পাচ্ছে না। উল্টো নগরের জনপ্রিয় মহাবিদ্যালয়গুলোকে ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের চাপ কমাতে দ্বিতীয় পালা চালু করার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। এটা না করে মডেল স্কুল ও কলেজে একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল বলে সংশ্লিষ্ট অনেকে মনে করেন। এতে কয়েকটি কলেজকে ঘিরে যে ভর্তির প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল তা অনেকটাই কমে যেত বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। এ ব্যাপারে 'ঢাকা মহানগরসহ ছয়টি বিভাগীয় সদরে মোট ১১টি বেসরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্থাপন প্রকল্প'-এর পরিচালক সারোয়ার খান বলেন, 'এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষার্থী ভর্তির ব্যাপারে আমাদের কোনো তাড়াহুড়া নেই। এগুলো জনপ্রিয় হতে সময় লাগবে। এগুলো ধীরে ধীরে শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। প্রতিবছর এসএসসি, এইচএসসির পরীক্ষার ফলাফল দেখে অভিভাবক, শিক্ষার্থী—সবাই আগ্রহী হবে। আমার বিশ্বাস, এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ভালো করবেই। তবে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে আমাদের সহায়তা করলে ভালো হয়।'

মডেল স্কুল ও কলেজের ইতিবৃত্ত

১৯৯৯ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হাতে নেয় ঢাকা মহানগরসহ ছয়টি বিভাগীয় সদরে মোট ১১টি বেসরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্থাপন প্রকল্প। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ১১৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। ২০০৮ সালের জুনে শেষ হওয়া প্রকল্পটির মাধ্যমে নির্মিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ঢাকায় আছে রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (সড়ক ১৬, রূপনগর আবাসিক এলাকা, মিরপুর), লালবাগ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (আরএনডি রোড, কিল্লারমোড়, শ্মশানঘাট, লালবাগ), শ্যামপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (কদমতলী, রাজউক আবাসিক এলাকা, শ্যামপুর), মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (গজনবী রোড, কলেজ গেট, মোহাম্মদপুর) ও বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (৬৩ নিউ ইস্কাটন)। এ ছাড়া চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও বগুড়া শহরে একটি করে মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ঢাকার বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিচালনা করছে বিয়াম (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট) ফাউন্ডেশন। নগরের অন্য চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পদাধিকারবলে এগুলোর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোমতাজুল ইসলাম। এই পর্ষদের চারজন সদস্য হচ্ছেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের (ঢাকা) চেয়ারম্যান, অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব। প্রতিটি মডেল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ পদাধিকারবলে সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যসচিব।

মডেল স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য জানতে চাইলে ঢাকা মহানগরসহ ছয়টি বিভাগীয় সদরে মোট ১১টি বেসরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্থাপন প্রকল্পের পরিচালক সারোয়ার খান বলেন, প্রতিবছর ভর্তি মৌসুমে খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঘিরে যে ভর্তিযুদ্ধ চলে তা কমানো মডেল স্কুল ও কলেজগুলো তৈরির অন্যতম একটি উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীরা যাতে আদর্শ পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষকদের কাছে পড়াশোনার সুযোগ পায় সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রতিটি মডেল স্কুল ও কলেজে। মূলত অবস্থাসম্পন্ন পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

প্রকল্প পরিচালক সূত্রে জানা গেল, মডেল স্কুল ও কলেজের ভর্তি ফিস চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা। একজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে প্রতি মাসে বেতন নেওয়া হয় ৪০০ টাকা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব আয় থেকে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিটি মডেল স্কুল ও কলেজ অন্যান্য কার্যক্রমও নিজেদের আয় থেকে নির্বাহ করে থাকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে এগুলোর অবকাঠামো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে ষষ্ঠ থেকে দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী মিলিয়ে সর্বমোট এক হাজার ৮৬০ জন শিক্ষার্থী একেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করতে পারে। এর মধ্যে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য আসন আছে ৯৬০টি। আর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য আসন আছে ৪৫০টি করে। এই শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৭১ জন শিক্ষক থাকবেন। বর্তমানে অবশ্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই সংখ্যক শিক্ষক নেই। শিক্ষার্থী বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ শিক্ষক সংখ্যা বাড়ছে বলে জানা গেছে। বর্তমানে কর্মরত অনেক শিক্ষক বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডার থেকে এসেছেন। বেশ কয়েকজন শিক্ষককে নিয়োগ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।